

প্রত্যাশিত

MAINS TOPIC

DEEP ANALYSIS

for

IAS মেইনস
পরীক্ষা

From

06th July to 11th July 2026



INDEX

1. সাধারণ অধ্যয়ন ১	01
1.1. সমাজ	01
1.1.1. ভারতের প্রথম ডিজিটাল আদমশুমারি এবং জাতি গণনার জটিলতা নিরসন	01
1.1.2. উচ্চশিক্ষার সংস্কারের মাধ্যমে নথিভুক্তি ও কর্মসংস্থানের ব্যবধান দূর করা	04
1.2. ভূগোল	06
1.2.1. ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে এল নিনোর ধাক্কা	06
2. সাধারণ অধ্যয়ন ২	10
2.1. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	10
2.1.1. একটি স্থিতিস্থাপক ইন্দো-প্যাসিফিকের অভিযুক্ত: ভারত-জাপান কৌশলগত অংশীদারিত্বের পুনরুজ্জীবন	10
2.1.2. ভারত-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কের ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কক্ষপথের পুনর্বিন্যাস	14
3. সাধারণ অধ্যয়ন ৩	17
3.1. অর্থনীতি	17
3.1.1. জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (NFSA)-এর সংশোধন এবং অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY)	17

Scan to know more about our courses...



IAS 2-Year GS PCM



IAS 10-Month GS PCM



Degree + IAS



Prelims Test Series

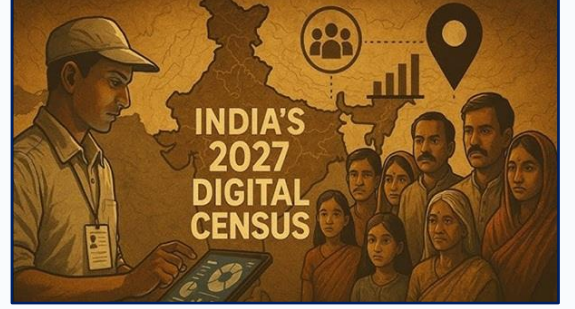
সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. সমাজ

1.1.1. ভারতের প্রথম ডিজিটাল আদমশুমারি এবং জাতি গণনার জটিলতা নিরসন

প্রেক্ষাপট (Context)

আসন্ন আদমশুমারি ২০২৭ (Census 2027)-এ একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতির পাশাপাশি একটি সংবিধিবদ্ধ জাতি গণনা (Statutory Caste Enumeration) প্রবর্তন করা হচ্ছে। তবে, এর প্রাক-পরীক্ষামূলক বা প্রি-টেস্ট (pre-test) পর্বে "উন্মুক্ত কলাম" (open column) স্ব-ঘোষণার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ত্রুটি ও উদ্বেগ সামনে এসেছে। নির্ভরযোগ্য আর্থ-সামাজিক তথ্য বা ডেটা নিশ্চিত করার জন্য এই উন্মুক্ত পদ্ধতির পরিবর্তে একটি আগে থেকে লোড করা, সুসংগঠিত ডিজিটাল ট্যাক্সোনমি (curated digital taxonomy) বা শ্রেণিবিন্যাস ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।



ভূমিকা (Introduction)

আদমশুমারি ২০২৭ ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ বা জলবিভাজিকা মুহূর্ত (watershed moment), যা দেশের ১৬তম জাতীয় আদমশুমারি এবং স্বাধীনতার পর ৮ম আদমশুমারি। ঐতিহ্যবাহী কাগজ-ভিত্তিক পদ্ধতিকে পেছনে ফেলে এটি হতে চলেছে বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল জনসংখ্যা শুমারি। একটি সংবিধিবদ্ধ জাতি গণনার অন্তর্ভুক্তি মূল লক্ষ্য হলো সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক ন্যায়বিচারের (targeted social justice) জন্য বাস্তবভিত্তিক তথ্য (empirical data) তৈরি করা। এর জন্য একটি নির্ভুল ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োজন, যাতে অতীতে ঘটে যাওয়া জনসংখ্যার বিভাজন বা ডেমোগ্রাফিক ফ্র্যাগমেন্টেশন (demographic fragmentation) এড়ানো যায়।

আদমশুমারি ২০২৭ কেন অনন্য? (What Makes Census 2027 Unique?)

- সম্পূর্ণ ডিজিটাল বাস্তবায়ন (Fully Digital Execution): ঐতিহ্যবাহী কাগজের কাজের পরিবর্তে এতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন (mobile applications), একটি সেলস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (CMMS) পোর্টাল, এবং ডিজিটাল হাউসলিস্টিং ব্লক (HLB) ম্যাপিং ব্যবহার করা হবে।
- স্ব-গণনা সুবিধা (Self-Enumeration Facility): এটি একটি নাগরিক-কেন্দ্রিক অনলাইন পোর্টাল চালু করছে, যার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের কাজ শুরু হওয়ার আগেই ব্যক্তিরা তাদের পরিবারের তথ্য ডিজিটালভাবে জমা দিতে পারবেন।
- সংবিধিবদ্ধ জাতি গণনা (Statutory Caste Enumeration): ১৯৩১ সালের আদমশুমারির পর স্বাধীন ভারতে এটিই প্রথম ব্যাপক এবং আইনভাবে সমর্থিত (legally backed) জাতি গণনা।

আদমশুমারির পর্যায়সমূহ (Phases of the Census)

- পর্যায় ১: ঘর তালিকাভুক্তি এবং গৃহায়ন আদমশুমারি (HLO): এটি ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পরিচালিত হবে। এই পর্যায়ে ভবনগুলির জিও-ট্যাগিং (geo-tagging) করা হবে এবং আবাসন পরিস্থিতি, সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। প্রতিটি রাজ্যে ঘরে ঘরে গিয়ে সমীক্ষা চালানোর আগে একটি ঐচ্ছিক ১৫ দিনের স্ব-গণনা (self-enumeration) সময়কাল থাকবে।
- পর্যায় ২: জনসংখ্যা গণনা (PE): এটি ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্ধারিত হয়েছে (তবে লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের মতো তুষারপাত প্রবণ অঞ্চলের জন্য সময়সূচী পরিবর্তন করে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করা হবে)। এই পর্যায়ে জনসংখ্যা, অভিবাসন এবং জাতির বিবরণ সহ অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্তরের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

২০২৭ সালের আদমশুমারির পরিধি (Scale of 2027 Census)

- **ব্যাপক কভারেজ (Massive Coverage):** এই প্রকল্পটি ৩৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ১.৪ বিলিয়নেরও বেশি জনসংখ্যা, ৬.৩ লক্ষেরও বেশি গ্রাম এবং ৯,৭০০টি শহরকে কভার করবে।
- **বিশাল কর্মী বাহিনী (Extensive Workforce):** এতে প্রায় ৩.২ মিলিয়ন গণনাকারী, পরিদর্শক এবং মাস্টার ট্রেনার নিযুক্ত থাকবেন, যা এটিকে বিশ্বব্যাপী বৃহত্তম প্রশাসনিক অনুশীলনে পরিণত করেছে।

জাতি শুমারি সম্পর্কে: পদ্ধতিগত পরিবর্তন (About Caste Census: The Methodological Shift)

- **উন্মুক্ত ঘোষণার ত্রুটিসমূহ (The Pitfalls of Open Declaration):** ২০১১ সালের আর্থ-সামাজিক ও জাতি শুমারি (SECC) একটি নির্দেশনাবিহীন "উন্মুক্ত কলাম" ব্যবহার করেছিল। এর ফলে ফোনেটিক বা উচ্চারণগত তারতম্য, উপ-জাতি এবং ওভারল্যাপিং বংশের নামের কারণে ৪৬ লক্ষেরও বেশি খণ্ডিত এবং অব্যবহারযোগ্য জাতির এন্ট্রি তৈরি হয়েছিল।
- **সুসংগঠিত ডিজিটাল ট্যাক্সোনমি (Curated Digital Taxonomy):** অতীতের ভুলগুলি সংশোধন করার জন্য, বিশেষজ্ঞরা গণনাকারীদের হ্যান্ড-হেল্ড ডিভাইসে (মোবাইল/ট্যাবলেট) স্বীকৃত জাতিগুলির একটি প্রমিত, রাজ্য-ভিত্তিক নির্দেশিকা বা স্ট্যান্ডার্ডাইজড ডিরেক্টরি (standardized directory) আগে থেকে লোড করার পরামর্শ দিচ্ছেন। এটি সংগৃহীত তথ্যকে সুসংগত এবং প্রশাসনিকভাবে প্রয়োগযোগ্য করবে।

জাতি গণনার গুরুত্ব (Significance of Caste Enumeration)

1. **ইতিবাচক পদক্ষেপে নির্ভুলতা (Precision in Affirmative Action):** সংরক্ষণ কোটা বা সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে কাঠামোগতভাবে যুক্তিযুক্ত করতে এটি ১৯৩১ সালের প্রাচীন জনসংখ্যার বেসলাইনের পরিবর্তে সমসাময়িক বাস্তবভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করবে।
2. **ন্যায্যসংগত উপ-শ্রেণীকরণ (Equitable Sub-Categorization):** অনগ্রসর শ্রেণীর উপ-শ্রেণীকরণ (sub-categorization) বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম ডেটা তৈরি করবে, যা কোনো প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে একচেটিয়াভাবে কল্যাণমূলক সুবিধা ভোগ করা থেকে বিরত রাখবে।
3. **ক্রিমি লেয়ারের সনাক্তকরণ (Identification of the Creamy Layer):** সংরক্ষিত বিভাগগুলির মধ্যে বিভ্রাট বা ধনী অংশকে বস্তুনিষ্ঠভাবে চিহ্নিত করতে এবং বাদ দিতে এটি বহুমাত্রিক আর্থ-সামাজিক সূচক সরবরাহ করবে।
4. **লক্ষ্যভিত্তিক নীতি প্রণয়ন (Targeted Policy Formulation):** এটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনার সাথে নির্দিষ্ট জাতিগত পরিচয়কে সরাসরি যুক্ত করবে, যা শাসনব্যবস্থাকে তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক সম্পদ বন্টনের (evidence-based resource allocation) দিকে চালিত করবে।
5. **গণতান্ত্রিক সীমানা নির্ধারণ (Democratic Delimitation):** নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির যৌক্তিক সীমানা নির্ধারণ বা ডিলিমিটেশন (delimitation)-এর জন্য সঠিক জনসংখ্যার অনুপাত সরবরাহ করবে, যা ন্যায্যসংগত রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে।

জাতি গণনার সাথে যুক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ (Challenges Associated with Caste Enumeration)

1. **পরিচয়ের স্থবিরতার ঝুঁকি (Risk of Identity Ossification):** আদিম সামাজিক পরিচয়গুলির আনুষ্ঠানিক গণনা সামাজিক ফাটলগুলিকে আরও সুসংহত করতে পারে এবং সেই শ্রেণিবিন্যাসকে শক্তিশালী করতে পারে যা সংবিধান বিলুপ্ত করতে চায়।
2. **ট্যাক্সোনমিক জটিলতা (Taxonomical Complexity):** মানুষের নিজস্ব সামাজিক অবস্থান এবং আঞ্চলিক উপভাষার বৈচিত্র্যকে একটি কঠোর জাতীয় মাস্টার তালিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা একটি বিশাল আমলাতান্ত্রিক বাধা।
3. **তথ্যের রাজনৈতিকীকরণ (Politicization of Data):** সুনির্দিষ্ট জনসংখ্যার অনুপাত প্রকাশের ফলে আইনি সীমার বাইরে কোটা সম্প্রসারণের জন্য তীব্র রাজনৈতিক সংহতি এবং প্রতিযোগিতামূলক দাবি (competitive demands) তৈরি হতে পারে।

4. **প্রশাসনিক বোঝা (Administrative Burden):** তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি উপজাতি (ST) এবং ওবিসি (OBC)-দের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন তালিকার সাথে স্থানীয় ডেটা এন্ট্রিগুলির মিল করানো এবং ব্যাকএন্ডে জটিল তথ্য যাচাই বা ডুপ্লিকেশন বাদ দেওয়া (deduplication) অত্যন্ত কঠিন।
5. **ডেটা সুরক্ষার ঝুঁকি (Data Security Risks):** সংবেদনশীল আর্থ-সামাজিক এবং জাতি-ভিত্তিক তথ্যের কেন্দ্রীভূত ডিজিটাল সংগ্রহ গোপনীয়তা এবং সাইবার নিরাপত্তার (cybersecurity) ক্ষেত্রে বড় উদ্বেগ তৈরি করে।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলনসমূহ (Global Best Practices)

1. **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র – সেন্সাস ব্যুরো ফ্রেমওয়ার্ক:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অত্যন্ত সুগঠিত, স্ব-চিহ্নিত জাতিগত শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি ব্যবহার করে, যার সাথে কঠোর ডিজিটাল গোপনীয়তা সুরক্ষা যুক্ত থাকে। এটি নিশ্চিত করে যে ডেটা সামাজিক স্তরায়ণের পরিবর্তে কেবল নাগরিক অধিকারের কমপ্লায়েন্স এবং সম্পদ বিতরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
2. **যুক্তরাজ্য – ওএনএস (ONS) জাতিগোষ্ঠী শ্রেণীবিভাগ:** এটি সতর্কতার সাথে তৈরি করা স্ট্যান্ডার্ড ড্রপ-ডাউন ট্যাক্সোনমি ব্যবহার করে যা ব্যাপক জনপরামর্শের মাধ্যমে বিকশিত হয়। এটি তথ্যের খণ্ডবিখণ্ডতা কমিয়ে সঠিক জনসংখ্যার পরিবর্তনগুলিকে ধারণ করে।

করণীয় বা সামনের পথ (Way Forward)

1. **আগে থেকে লোড করা ডিজিটাল রেজিস্ট্রি বাধ্যতামূলক করা:** দ্বিতীয় পর্যায়ে "উন্মুক্ত কলাম" ফরম্যাট সম্পূর্ণ বর্জন করে গণনাকারীদের ডিজিটাল ডিভাইসে প্রমিত, আগে থেকে তৈরি করা **ড্রপ-ডাউন বিকল্প (drop-down options)** প্রদান করা উচিত।
2. **শক্তিশালী ডিডুপ্লিকেশন অ্যালগরিদম প্রয়োগ করা:** উচ্চারণগত তারতম্যগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান করতে এবং রিয়েল-টাইমে অভিন্ন বংশের এন্ট্রিগুলি মার্জ বা একত্রিত করতে CMMS-এর মধ্যে উন্নত ব্যাকএন্ড অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করা।
3. **কেন্দ্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় তালিকাগুলির সমন্বয়:** দেশব্যাপী গণনা শুরু করার আগে রাজ্য-স্তরের রেজিস্ট্রি এবং কেন্দ্রীয় তালিকার মধ্যে অসঙ্গতিগুলি দূর করতে একটি বিশেষজ্ঞ আন্তঃসংস্থা কমিশন গঠন করা।
4. **আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের ওপর মনোযোগ দেওয়া:** রাজনৈতিককরণের চেয়ে কল্যাণমূলক সুবিধা প্রদানের ওপর মনোযোগ বজায় রাখতে জনসংখ্যাগত ম্যাপিংকে অর্থনৈতিক এবং উন্নয়নমূলক সূচকের সাথে কঠোরভাবে যুক্ত করা।
5. **কঠোর ডেটা গোপনীয়তা নিশ্চিত করা:** সংবেদনশীল জনসংখ্যার তথ্যের অপব্যবহার রোধ করতে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন, কঠোর অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ এবং ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা (DPDP) আইন মেনে চলা নিশ্চিত করা।
6. **রাজনৈতিক সংহতি থেকে মুক্ত রাখা:** আদমশুমারির উদ্দেশ্যগুলিকে স্পষ্টভাবে একটি অর্থনৈতিক এবং উন্নয়নমূলক ম্যাপিং প্রকল্প হিসাবে প্রচার করা, যাতে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অনগ্রসরতার আখ্যান তৈরি না হয়।

উপসংহার (Conclusion)

লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক ন্যায়বিচার বাস্তবায়নের জন্য ভারতের প্রথম ডিজিটাল আদমশুমারির মধ্যে একটি সংবিধিবদ্ধ জাতি গণনার একীকরণ একটি প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা। ত্রুটিপূর্ণ, উন্মুক্ত পদ্ধতির পরিবর্তে একটি বৈজ্ঞানিকভাবে সুসংগঠিত ডিজিটাল ট্যাক্সোনমি গ্রহণ করে, রাষ্ট্র এই জনসংখ্যাগত পরিচয়গুলিকে দেশের ন্যায়সংগত জাতীয় উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর হাতিয়ারে রূপান্তরিত করতে পারে।

Q. The transition to a fully digital framework in Census 2027, coupled with a statutory caste enumeration, presents both historic opportunities and complex administrative challenges. Discuss.
15 Marks

1.1.2. উচ্চশিক্ষার সংস্কারের মাধ্যমে নথিভুক্তি ও কর্মসংস্থানের ব্যবধান দূর করা

প্রেক্ষাপট (Context)

- এআইএসএইচই (AISHE) ২০২৩-২৪-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী উচ্চশিক্ষায় রেকর্ড ৪.৫ কোটি নথিভুক্তি (higher education enrolment) হয়েছে, যার মধ্যে গত এক দশকে নারী অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ৪২% বৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে, এই সংখ্যাগত সাফল্য ক্যাম্পাস নথিভুক্তি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগের মধ্যকার একটি ভাঙা বা ত্রুটিপূর্ণ সংযোগের কারণে ম্লান হয়ে পড়েছে।



ভূমিকা (Introduction)

- ভারতের উচ্চশিক্ষা খাত অভূতপূর্ব সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং লিঙ্গ সমতা অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও, স্টেম (STEM - বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিত) শিক্ষায় অনুভূমিক বিচ্ছিন্নতা (horizontal segregation), তীব্র শিক্ষক সংকট এবং যোগ্যতা ও বাজারের চাহিদার মধ্যকার ক্রমবর্ধমান অমিল এই শিক্ষাগত অর্জনকে সমতাপূর্ণ কর্মসংস্থান অংশগ্রহণে রূপান্তরিত হতে বাধা দিচ্ছে।

উচ্চশিক্ষার মূল প্রবণতাসমূহ (Key Trends in Higher Education)

- গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER) বা স্কুল নথিভুক্তি অনুপাত বৃদ্ধি: ২০২৩-২৪ সালে জাতীয় জিইআর (GER) বৃদ্ধি পেয়ে ৩০-এ পৌঁছেছে, যেখানে নারীদের জিইআর (৩১.২) পুরুষদের জিইআর-কে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাড়িয়ে গেছে।
- সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব: কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত সমতার প্রতিফলন দৃশ্যমান, যেখানে ২০১৪-১৫ সালের পর থেকে তফসিলি জাতি (SC) নারীদের নথিভুক্তি ৫১.৪% এবং তফসিলি উপজাতি (ST) নারীদের নথিভুক্তি ৭৫.৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- স্টেম (STEM)-এর মায়া বা বিভ্রম: যদিও স্টেম (STEM) শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৪% নারী, তবুও তারা মূলত সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগে (৫৪.৬%) কেন্দ্রীভূত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিদ্যায় (৩১.১%) তাদের প্রতিনিধিত্ব এখনও বেশ কম।
- পিতৃতান্ত্রিক অনুশদ কাঠামো (Patriarchal Faculty Architecture): ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় ৫০-৫০ লিঙ্গ অনুপাতে বিভক্ত হলেও, প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বে বৈষম্য রয়েছে; প্রতি ১০০ জন পুরুষ শিক্ষকের বিপরীতে নারী শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৮২ জন।

বর্তমান প্রবণতাগুলোর তাৎপর্য (Significance of the Current Trends)

- শিক্ষার গণতান্ত্রিক রূপান্তর: ২.২৪ কোটি নারীর আগমন উচ্চশিক্ষাকে একটি গভীরভাবে সমতাভিত্তিক বা গণতান্ত্রিক স্থানে পরিণত করেছে, যা ঐতিহাসিক প্রবেশাধিকারের বাধাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেছে।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন: তফসিলি জাতি/উপজাতির (SC/ST) নারীদের নথিভুক্তিতে এই অভাবনীয় বৃদ্ধি গ্রামীণ ও শহরতলি অঞ্চলের প্রজন্মের পরিক্রমায় সামাজিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন এনেছে।
- স্টেম (STEM) মানবসম্পদে বৈশ্বিক অগ্রগতি: সামগ্রিক স্টেম ক্ষেত্রে ৪৪% নারী অংশীদারিত্ব বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রশিক্ষিত একটি বৈশ্বিক কর্মবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতকে শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে।

- **বিলম্বিত জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তন:** বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময় কাটানো তরুণীদের বিয়ের বয়সকে স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে দিচ্ছে, যা মাতৃস্বাস্থ্য সূচকগুলোর ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
- **শ্রমশক্তির আনুষ্ঠানিককরণের সম্ভাবনা:** উচ্চশিক্ষিত নারী শিক্ষার্থীদের এই বিশাল সংখ্যা ভারতের জ্ঞান এবং সেবা খাতকে দ্রুত আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য একটি অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে।

উচ্চশিক্ষা খাতের স্থায়ী চ্যালেঞ্জসমূহ (Persistent Challenges in the Higher Education Sector)

- **অনুভূমিক বিচ্ছিন্নতা এবং ডিজিটাল বর্জন:** প্রথাগত সাধারণ বিজ্ঞানের গণ্ডিতে আটকে থাকার কারণে নারীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো ভবিষ্যৎ-মুখী ও উচ্চ বেতনের খাতগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন।
- **পরিমাণ বনাম গুণমানের আপস:** নিম্নস্তরের বেসরকারি কলেজগুলোর বিস্ফোরক বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২৮% শিক্ষক পদ শূন্য থাকার কারণে শিক্ষার একাডেমিক মান হ্রাস পাচ্ছে।
- **শিক্ষা ঋণের ফাঁদ:** ৭৫%-এরও বেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (HEIs) বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়, যা আনুষ্ঠানিক বাজারে কম কর্মসংস্থানযোগ্য ডিগ্রির জন্য পরিবারগুলোকে ঋণের বোঝায় জর্জরিত করছে।
- **স্থবির আরঅ্যান্ডডি (R&D) বিনিয়োগ:** গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ভারতের মোট ব্যয় (GERD) জিডিপি-র ০.৬%-০.৭%-এ স্থবির হয়ে রয়েছে, যা ক্যাম্পাসগুলোতে গভীর-প্রযুক্তিগত (deep-tech) উদ্ভাবনকে বাধাগ্রস্ত করছে।
- **সামাজিক এবং কাঠামোগত গতিশীলতার বাধা:** নিরাপদ গণপরিবহনের তীব্র অভাব, কঠোর পারিবারিক প্রত্যাশা এবং লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য নারীদের তাদের ডিগ্রিকে সক্রিয় কর্মজীবনে রূপান্তরিত করতে বাধা দিচ্ছে।

বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন (Global Best Practices)

- **জার্মানি - ডুয়াল ভেট (VET) সিস্টেম:** উচ্চ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে এবং দক্ষতার মিল ঘটাতে ক্লাসরুমের উচ্চশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক শিল্প শিক্ষানবিশি বা ইন্টার্নশিপের (industry apprenticeships) সাথে নির্বিঘ্নে সংহত করে।
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - ভেঞ্চর-ব্যাণ্ড আরঅ্যান্ডডি (R&D):** ডিপ-টেক উদ্ভাবনগুলোর বাণিজ্যিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পরীক্ষাগার এবং বেসরকারি ইকুইটি বা পুঁজির মধ্যে গভীর সমন্বয় সাধন করে।

করণীয় বা আগামী পথ (Way Forward)

- **একটি লক্ষ্যভিত্তিক "উইমেন-ইন-টেক" পাইপলাইন চালু করা:** লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এআই (AI) ক্ষেত্রে নারীদের জন্য কর্পোরেট-সংযুক্ত বৃত্তি এবং ডেডিকেটেড ইনকিউবেশন কোটা চালু করা।
- **কঠোর নজরদারির পরিবর্তে পারফরম্যান্স-ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান:** ইউজিসি (UGC) এবং এআইসিটিই (AICTE)-র "একই নিয়ম সবার জন্য" নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা, যাতে শীর্ষস্থানীয় পারফর্মিং কলেজগুলো বাজারের উপযোগী পাঠ্যক্রম ডিজাইন করার স্বাধীনতা পায়।
- **ভেঞ্চর-ভিত্তিক আরঅ্যান্ডডি (R&D) অর্থায়নে রূপান্তর:** বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত স্টার্টআপগুলোকে সহায়তা করতে এবং টিয়ার-২ (tier-2) অর্থায়নকে সহজ করতে অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ANRF)-কে একটি কৌশলগত ইকুইটি পার্টনার মডেলে রূপান্তর করা।
- **শিল্প ও একাডেমিয়ার যৌথ শাসন বাধ্যতামূলক করা:** শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক ও মডুলার মাইক্রো-ক্রেডেন্সিয়াল চালু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বোর্ডে সক্রিয় শিল্প বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।
- **"এআই-ফাস্ট" স্থানীয়করণ জ্ঞান অনুবাদ:** সোয়াম (SWAYAM)-এর মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অত্যাধুনিক বৈশ্বিক গবেষণাকে ২২টি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করতে উন্নত লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLMs) ব্যবহার করা।

- একটি জাতীয় শিক্ষক গতিশীলতা কাঠামো প্রণয়ন: তীব্র শিক্ষক সংকট দূর করতে একটি ন্যাশনাল ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ (NFE) প্রোগ্রাম চালু করা, যার ফলে কর্পোরেট প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা একাডেমিক সাবাটিক্যাল (শিক্ষা ছুটি) নিয়ে শিক্ষাদানে অংশ নিতে পারেন।

উপসংহার (Conclusion)

- ভারতকে অবশ্যই তার উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে মুখস্থ বা গতানুগতিক অনুগত্যের স্তর থেকে একটি চটপটে, উদ্ভাবন-চালিত ইকোসিস্টেমে রূপান্তর করতে হবে। দেশের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক লভ্যাংশ (demographic dividend) অর্জন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য ক্যাম্পাস নথিভুক্তি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের মধ্যকার ব্যবধান দূর করা অন্যতম প্রধান শর্ত।

Q. National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient the education system in India. Critically examine the statement. 15 Marks

1.2. ভূগোল

1.2.1. ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে এল নিনোর ঝুঁকি

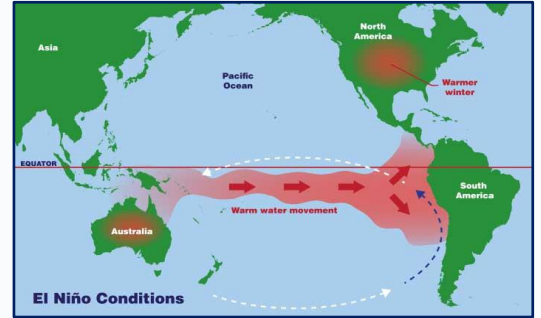
প্রেক্ষাপট (Context)

জুন মাসে মৌসুমী বায়ুর 80% ঘাটতির পর, IMD জুলাই মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। এটি এল নিনোর (El Niño) কারণে ফসলের ক্ষতি, খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি (food inflation) এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকির (macroeconomic risks) আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে তীব্র এল নিনো ইভেন্টগুলো বড় ধরনের খরা সৃষ্টি করেছে,

যার মধ্যে রয়েছে মহাদুর্ভিক্ষ (১৮৭৬-৭৮); ২০০০ সাল থেকে, ১১টি স্বাভাবিকের চেয়ে কম মৌসুমী বায়ুর বছরের মধ্যে ৬টি এল নিনোর সময়ে ঘটেছে।

ঐতিহ্যগতভাবে, সম্প্রদায়ের জলাশয়গুলো বিকেন্দ্রীকৃত জল সংগ্রহের (decentralized water harvesting) মাধ্যমে খরার প্রভাব কমাতে সাহায্য করত।



ভূমিকা (Introduction)

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু (Southwest Monsoon) ভারতের কৃষি কাঠামোর মূল ভিত্তি। এল নিনোর কারণে তীব্র বৃষ্টিপাতের ঘাটতির ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, গ্রামীণ চাহিদা বজায় রাখতে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (macroeconomic stability) নিশ্চিত করতে এখন প্রতিক্রিয়াশীল বিপর্যয় ত্রাণ (reactive disaster relief) থেকে সক্রিয়, কাঠামোগত খরা-প্রতিরোধের (proactive, structural drought-proofing) দিকে মনোনিবেশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এল নিনো কী? (What is El Niño?)

- এল নিনো হলো একটি জলবায়ু প্যাটার্ন যা পূর্ব এবং মধ্য নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার অস্বাভাবিক উষ্ণতা (unusual warming of sea surface temperatures) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

- একটি এল নিনো ইভেন্টের সময়, **আয়ন বায়ু (trade winds)** দুর্বল বা বিপরীতমুখী হয়ে যায়, যা ঠান্ডা জলের উর্ধ্বগমনকে (upwelling) বাধা দেয় এবং উষ্ণ পৃষ্ঠের জলকে পূর্ব দিকে সরিয়ে দেয়।
- বৈশ্বিক বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালনের এই পরিবর্তনটি সাধারণত ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত পুবািলি আয়ন বায়ুকে দুর্বল করে দেয়, যা মৌলিকভাবে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুকে বাধাগ্রস্ত বা দমন করে।

ভারতের জন্য এল নিনোর অর্থনৈতিক প্রভাব (Economic Implications of El Niño for India)

1. কৃষিজনিত ধাক্কা (Agricultural Shock)

ঘাটতি মৌসুমী বায়ু ধান, তুলা এবং ডালের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল **খরীফ ফসলের (Kharif crops)** বপন এবং ফলনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। ভূপৃষ্ঠের জলের স্বল্পতার কারণে কৃষকরা **ভূগর্ভস্থ জল তোলার (groundwater extraction)** ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়, যা ডিজেল এবং বিদ্যুতের জন্য উৎপাদন খরচ (input costs) বাড়িয়ে দেয়।

2. মুদ্রাস্ফীতির চক্র (Inflationary Spiral)

কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়া একটি তাৎক্ষণিক **যোগান-দিকের ধাক্কা (supply-side shock)** তৈরি করে, যা নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী এবং শাকসবজির দাম দ্রুত বাড়িয়ে দেয়। উচ্চ খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি আত্মসমীভাবে পারিবারিক বাজেটকে সংকুচিত করে, যার ফলে অ-কৃষি পণ্যের জন্য মানুষের কাছে **ব্যয়যোগ্য আয় (disposable income)** কম থাকে।

3. গ্রামীণ চাহিদা সংকোচন (Rural Demand Contraction)

খামার বা কৃষি আয় কমে যাওয়া সরাসরি গ্রামীণ অ-কৃষি খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা গ্রামীণ ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল শিল্পগুলোকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। এই চাপ সামগ্রিক অর্থনীতিতে ছড়িয়ে পড়ে, যা অটোমোবাইল, দ্বিচক্রযান (two-wheelers) এবং রিয়েল এস্টেটের মতো খাতগুলোতে প্রাথমিক মন্দার ইঙ্গিত দেয়।

4. তাপপ্রবাহের কারণে উৎপাদনশীলতার ক্ষতি (Productivity Tax from Heat)

তীব্র গরমের চাপ (heat stress) ভারতের বিশাল **অনানুষ্ঠানিক বহিরঙ্গন শ্রমশক্তির (informal outdoor workforce)** শারীরিক দক্ষতা কমিয়ে দেয়। এর ফলে কাজের ঘণ্টার ব্যাপক ক্ষতি হয়, যা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শহুরে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অসমভাবে প্রভাবিত করে।

5. সামষ্টিক অর্থনৈতিক দ্বিধা (Macroeconomic Dilemma)

RBI বা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ধীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান খাদ্য মুদ্রাস্ফীতির মিশ্রণে তৈরি **স্ট্যাগফ্লেশন বা মন্দাস্ফীতির (stagflation)** হুমকির সম্মুখীন হয়। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর মুদ্রানীতি (tighter monetary policies) ঋণ নেওয়াকে ব্যয়বহুল করে তোলে, যা কর্পোরেট মূলধনী ব্যয় (capital expenditure) এবং ব্যবসার সম্প্রসারণকে বাধাগ্রস্ত করে।

মৌসুমী বায়ুর ঘাটতি মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জসমূহ (Challenges in Adapting to Monsoon Deficits)

1. তীব্র সেচ ঘাটতি (Severe Irrigation Deficit)

দুর্বল মৌসুমী বায়ুর ঝুঁকিতে থাকা ৩১৫টি জেলার মধ্যে ১১১টি জেলা সুরক্ষামূলক **সেচ সুবিধার (irrigation facilities)** তীব্র অভাবের কারণে প্রাথমিক সংকটের মুখোমুখি। এটি জাতীয় ফসল উৎপাদনের একটি বিশাল অংশকে সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে।

2. জলাধারের দ্রুত অবক্ষয় (Rapid Reservoir Strain)

কেন্দ্রীয় জল কমিশনের (Central Water Commission) তথ্য নির্দেশ করে যে, গুরুত্বপূর্ণ জলাধারগুলোর জলের স্তর (reservoir storage levels) ঐতিহাসিক স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। যদিও এই ব্যবস্থা তাত্ক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে, তবে পরপর দুর্বল মৌসুমী বায়ু দীর্ঘমেয়াদী জল এবং জলবিদ্যুৎ সুরক্ষাকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে।

3. উৎপাদন উপকরণের যোগানে বাধা (Input Supply Constraints)

ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা সারের যোগানের ওপর চাপ বাড়িয়ে দেয় এবং কৃষকদের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি করে। এর পাশাপাশি পোকাকার আক্রমণ এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের বিঘ্ন (global supply chain disruptions) সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনশীলতাকে আরও হুমকির মুখে ফেলে।

4. চলতি হিসাবের ওপর চাপ (Current Account Pressures)

টানা ফসলের বিপর্যয় সরকারকে প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করতে এবং বাফার স্টক (buffer stocks) ছাড়তে বাধ্য করে। এটি চলতি হিসাবের ঘাটতিকে (Current Account Deficit) বাড়িয়ে দেয় এবং রুপির মূল্যের ওপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে।

5. কৃষি রপ্তানিতে হুমকি (Agricultural Export Threats)

একটি দুর্বল মৌসুমী বায়ু ভারতের কৃষি রপ্তানির গতিপথকে (agricultural export trajectory) বিপন্ন করে, যা ঐতিহ্যগতভাবে প্রধান রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হয়, যার ফলে বৈশ্বিক বাজারের অংশীদারিত্ব (market share) হারাতে হয়।

করণীয় বা ভবিষ্যতের পথ (Way Forward)

1. পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক ঝুঁকি হ্রাস (Ex-Ante Risk Reduction)

সরকারি বিনিয়োগকে প্রতিক্রিয়াশীল ফসল বীমা প্রদান থেকে সরিয়ে সক্রিয়, স্থানীয় অবকাঠামোগত স্থিতিস্থাপকতার (infrastructure resilience) দিকে নিয়ে যেতে হবে। ঝুঁকি হ্রাসের ওপর মনোযোগ দিলে জলবায়ুর ধাক্কা আসার আগেই কৃষি ব্যবস্থাগুলো মৌলিকভাবে প্রস্তুত থাকে।

2. আপদকালীন ফসল পরিকল্পনা (Contingency Crop Planning)

রাজ্যের কৃষি বিভাগগুলোকে কার্যকরভাবে জেলা কৃষি আপদকালীন পরিকল্পনা (District Agriculture Contingency Plans - DACPs) কার্যকর করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত জল-শোষণকারী ফসলের পরিবর্তে কম সময়ে উৎপাদিত, খরা-সহনশীল বাজরা/দানাশস্য (millets), ডাল এবং তৈলবীজ চাষ করা।

3. ক্ষুদ্র-সেচের সম্প্রসারণ (Micro-Irrigation Expansion)

কৃষিতে জলের ব্যবহার অপ্টিমাইজ বা সাশ্রয় করতে ড্রিপ (বিন্দু) এবং স্প্রিংকলার (ঝরনা) সেচের প্রসার ত্বরান্বিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চয়ী যোজনার (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana) সম্প্রসারণ তীব্র জলের সংকটের মধ্যেও ভালো ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করে।

4. বিকেন্দ্রীকৃত জল শাসন (Decentralized Water Governance)

স্থানীয় পানীয় জলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের পুকুর এবং বিকেন্দ্রীকৃত জলাশয়গুলো পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এই ঐতিহাসিক ব্যবস্থাগুলো দীর্ঘস্থায়ী খরার সময়ে ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাফার হিসেবে কাজ করে।

5. **সংবিধিবদ্ধ তাপ অ্যাকশন প্ল্যান (Statutory Heat Action Plans)**

অনানুষ্ঠানিক বহিরঙ্গন শ্রমশক্তিকে রক্ষা করার জন্য স্থানীয়ভাবে হিট অ্যাকশন প্ল্যান (Heat Action Plans) আইনিভাবে কার্যকর করতে হবে। এর মধ্যে কাজের সময় পরিবর্তন, ছায়াযুক্ত কর্মক্ষেত্র এবং মজুরি ক্ষতির ক্ষতিপূরণের জন্য জলবায়ু বীমা বাধ্যতামূলক করা অন্তর্ভুক্ত।

6. **বাস্তুতন্ত্র-ভিত্তিক শহুরে অভিযোজন (Ecosystem-Based Urban Adaptation)**

আর্বান হিট আইল্যান্ড (Urban Heat Island - UHI) প্রভাবকে আশ্রয়িতা মোকাবিলা করার জন্য 'কুল রুফ' (cool roof) নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং শহুরে জলাভূমিগুলো পুনরুদ্ধার করতে হবে। টেকসই ক্ষুদ্র জলবায়ু ব্যবস্থাপনার (microclimate management) জন্য নগর পরিকল্পনায় সবুজ-নীল অবকাঠামো (green-blue infrastructure) একীভূত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার (Conclusion)

এল নিনোর জলবায়ুজনিত ঝুঁকি ভারতের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে ফেলে। গ্রামীণ জীবিকা ও প্রবৃদ্ধি রক্ষা করতে ভারতকে অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা থেকে সরে এসে স্থিতিস্থাপক কৃষি, শক্তিশালী হিট অ্যাকশন প্ল্যান এবং বিকেন্দ্রীকৃত জল শাসনের মাধ্যমে সক্রিয় জলবায়ু অভিযোজনের (proactive climate adaptation) দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে হবে।

Q. Most of the unusual climatic happenings are explained as an outcome of the El Niño effect. Do you agree? 15 Marks

Scan to know more about our courses...



IAS 2-Year GS PCM



IAS 10-Month GS PCM



Degree + IAS



Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

2.1.1. একটি স্থিতিস্থাপক ইন্দো-প্যাসিফিকের অভিযুক্ত: ভারত-জাপান কৌশলগত অংশীদারিত্বের পুনরুজ্জীবন

প্রেক্ষাপট (Context)

জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সাম্প্রতিক ভারত সফর বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সমন্বয়কে (bilateral coordination) আরও শক্তিশালী করেছে। উভয় দেশ ১৬টি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যা একটি আপডেটেড বা আধুনিকীকৃত মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক (Free and Open Indo-Pacific - FOIP) এবং সামুদ্রিক শক্তি পরিবহন (maritime energy transport) সুরক্ষার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিকে পুনর্নিশ্চিত করে।



ভূমিকা (Introduction)

আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ভারত-জাপান অংশীদারিত্ব প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো জুড়ে বিকশিত হয়েছে। তবে, বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা সফলভাবে মোকাবিলা করতে বাণিজ্য, জোটের বাধ্যবাধকতা এবং হুমকি সংক্রান্ত ধারণার (threat perceptions) কাঠামোগত ভিন্নতা দূরীকরণে অবিলম্বে নীতিগত পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন।

ভারত-জাপান কৌশলগত অংশীদারিত্বের মূল স্তম্ভগুলি কী কী?

1. বিনিয়োগ এবং অবকাঠামোর ইঞ্জিন

- এই অর্থনৈতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ, যা আগামী এক দশকে জাপানি বেসরকারি বিনিয়োগে ১০ ট্রিলিয়ন জাপানি ইয়েন (10 trillion JPY) (প্রায় ৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর নতুন লক্ষ্যমাত্রা দ্বারা চিহ্নিত।
- পুঞ্জীভূত অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স (ODA) ৫২.৭ বিলিয়ন ডলার (\$52.7 billion) অতিক্রম করেছে, যা জাপানকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

2. ইন্দো-প্যাসিফিকের কৌশলগত সমন্বয়

- ভারতের 'অ্যাঙ্ক ইস্ট পলিসি' (এবং IPOI) এবং জাপানের 'ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্দো-প্যাসিফিক' (FOIP) ভিশনের মধ্যে একটি গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক সাদৃশ্য রয়েছে।
- কোয়াড (Quad)-এর মূল সদস্য হিসেবে, উভয় দেশ সামুদ্রিক নিরাপত্তায় ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করে, যেখানে জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের IPOI কাঠামোর কানেক্টিভিটি পিলারের (Connectivity Pillar) নেতৃত্ব দিচ্ছে।

3. পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা

- এই প্রতিরক্ষা সম্পর্কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জিমেস (JIMEX), ধর্ম গার্ডিয়ান (Dharma Guardian) এবং বহুপাক্ষিক মালাবার (Malabar) অনুশীলনের মতো জটিল, মাল্টি-ডোমেন সামরিক মহড়া (multi-domain military drills)।
- ইউনিকর্ন (UNICORN) নেভাল রাডার মাস্ট প্রকল্প একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত, যা জাপানের ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষা রপ্তানি সংক্রান্ত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত।

4. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং উচ্চ-প্রযুক্তি উদ্ভাবন

- ত্রিপাক্ষিক সাপ্লাই চেইন রেজিলিয়েন্স ইনিশিয়েটিভ (SCRI) এবং গুজরাটে একটি ৭,৬০০ কোটি টাকার সেমিকন্ডাক্টর OSAT সুবিধা স্থাপনের লক্ষ্য হলো জটিল বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে ঝুঁকিমুক্ত করা।

- ভারত-জাপান ডিজিটাল অংশীদারিত্ব এআই (AI), 5G/6G এবং যৌথ মহাকাশ অনুসন্ধান, বিশেষ করে লুনার পোলার এক্সপ্লোরেশন (LUPEX) মিশনের ওপর আলোকপাত করে।

অংশীদারিত্বের তাৎপর্য

1. আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা

- এটি একতরফা সংশোধনবাদী কর্মকাণ্ডের মোকাবিলা করতে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি নিয়ম-ভিত্তিক শৃঙ্খলা (rules-based order) বজায় রাখতে একটি ভূ-কৌশলগত নোঙ্গর হিসেবে কাজ করে।
- এই সমন্বয় কৌশলগত স্বার্থ রক্ষা করে এবং পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক শক্তির গতিশীলতা থেকে উদ্ভূত দুর্বলতাগুলিকে ন্যূনতম করে।

2. সামুদ্রিক শক্তি মূল্য শৃঙ্খল সুরক্ষিত করা

- যৌথ নৌ প্ল্যাটফর্ম এবং উন্নত সামুদ্রিক ডোমেন সচেতনতা (maritime domain awareness) উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত যাতায়াতকারী জ্বালানি বহনকারী জাহাজগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের কারণে উদ্ভূত ব্যাঘাত থেকে উভয় অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে এই সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

3. সীমান্ত অবকাঠামো সংযোগ বৃদ্ধি

- অ্যাক্ট ইস্ট ফোরাম এবং জাইকা (JICA) এর অর্থায়ন ভারতের স্থলবেষ্টিত উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের (North Eastern Region) উন্নয়নে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছে, যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর নির্মিত প্রধান সেতুগুলি অন্তর্ভুক্ত।
- এই ভৌত সংযোগ দক্ষিণ এশিয়াকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে একীভূত করে, যা আঞ্চলিক সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে।

4. সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা গঠন

- ভারতে ১১টি জাপান ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ (JITs) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অংশীদারিত্ব উৎপাদনের জন্য একটি একক ভৌগোলিক অঞ্চলের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা হ্রাস করে।
- এটি ভারতের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ও সফটওয়্যার ইকোসিস্টেমের সাথে জাপানের উন্নত হার্ডওয়্যার দক্ষতার সমন্বয় ঘটায়।

5. পরিচ্ছন্ন শক্তি রূপান্তর ত্বরান্বিত করা

- ক্লিন এনার্জি পার্টনারশিপ যৌথ গ্রিন হাইড্রোজেন ইকোসিস্টেম এবং বায়োইথানল প্রকল্পের মাধ্যমে গভীর কার্বনমুক্তকরণ (decarbonisation) প্রক্রিয়াকে চালিত করে।
- এটি উভয় দেশের শক্তি নিরাপত্তা লক্ষ্যকে তাদের নিজ নিজ নেট-জিরো জলবায়ু প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে।

অংশীদারিত্বের সাথে যুক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ

1. অসম বাণিজ্য প্রবাহ এবং অ-শুষ্ক বাধা

- ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA) থাকা সত্ত্বেও, ভারত ১৫.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (USD 15.39 billion) একটি খাড়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন।

- জাপানের কঠোর অ-শুল্ক ব্যবস্থা (Non-Tariff Measures - NTMs), প্রযুক্তিগত নিয়মাবলী এবং ফাইটোস্যানিটারি মানদণ্ড ভারতীয় কৃষি ও ওষুধ পণ্যের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করে।

2. ভিন্নধর্মী জোটের বাধ্যবাধকতা

- জাপান ইউএস-জাপান নিরাপত্তা চুক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং পশ্চিমা নিরাপত্তা কাঠামোর সাথে গভীরভাবে একীভূত একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তিভিত্তিক মিত্র হিসেবে কাজ করে।
- ভারত কঠোরভাবে তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (strategic autonomy) এবং বহু-সংহনন বজায় রাখে, এবং ব্রিকস (BRICS) ও এসসিও (SCO)-র মতো অ-পশ্চিমা মিনি-ল্যাটারাল জোটে অংশগ্রহণ করে।

3. দ্বান্দ্বিক বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কৌশল

- জাপান আঞ্চলিক বাজারে প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত করতে এবং ভেতর থেকে চীনকে প্রতিহত করতে আঞ্চলিক ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব (RCEP)-এর পক্ষে সওয়াল করে।
- ভারত তার অভ্যন্তরীণ দুগ্ধ, এমএসএমই (MSME) এবং উৎপাদন খাতকে ডাম্পিং থেকে রক্ষা করতে RCEP আলোচনা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

4. হুমকির ধারণার মধ্যে অসঙ্গতি

- ভারতের তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলি মূলত মহাদেশীয়, যা চীন ও পাকিস্তানের সাথে তার অমীমাংসিত পার্বত্য স্থল সীমান্ত বা লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (LAC)-এর ওপর কেন্দ্রীভূত।
- জাপানের হুমকির ধারণাটি মূলত সামুদ্রিক, যা পূর্ব চীন সাগর, তাইওয়ান প্রণালী এবং উত্তর কোরিয়ার ব্যালিস্টিক মিসাইল পরীক্ষার ওপর কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

5. প্রতিরক্ষা শিল্পক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতা

- ভারতের "মেক ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগ প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং স্থানীয় যৌথ উৎপাদনের দাবি জানায়, যা জাপানের বৈশ্বিক প্রতিরক্ষা রপ্তানিতে অভিজ্ঞতার অভাবের সাথে সাংঘর্ষিক।
- এই ঘর্ষণের ফলেই জাপানের শিনমায়ওয়া US-2 উভচর বিমান ক্রয়ের বিষয়ে ভারতের আলোচনা প্রায় এক দশক ধরে স্থবির হয়ে পড়েছিল।

এগিয়ে যাওয়ার পথ

1. CEPA কাঠামোর সামগ্রিক সংস্কার

- দ্বিপাক্ষিক যৌথ কমিটিকে অবশ্যই সক্রিয়ভাবে অ-শুল্ক বাধাগুলি দূর করতে হবে এবং ভারতীয় জেনেরিক ওষুধের জন্য দ্রুত নিয়ন্ত্রক ছাড়ের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- জাপানের বিশেষায়িত টায়ার-২ এবং টায়ার-৩ ইলেকট্রনিক্স সরবরাহকারীদের আকৃষ্ট করতে ভারতের উচিত প্লাগ-এন্ড-প্লে উৎপাদন অবকাঠামো (plug-and-play manufacturing infrastructure) প্রদান করা।

2. একটি যৌথ সার্বভৌম এআই নেটওয়ার্ক গঠন

- এশিয়ার শিল্প কাঠামোর উপযোগী স্থানীয় লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLMs) তৈরি করতে JAI উদ্যোগের অধীনে একটি যৌথ সার্বভৌম এআই অবকাঠামো তহবিল গঠন করা উচিত।

- এটি একটি বিশ্বস্ত, অ-পশ্চিমা এআই ইকোসিস্টেম তৈরি করতে ভারতের কম্পিউটিং স্ট্যাকের সাথে জাপানের এআই গভর্ন্যান্স কাঠামোকে একত্রিত করবে।

3. ডিজিটাল ট্যালেন্ট করিডোর তৈরি করা

- জাপানের বার্ষিকাজনিত সংকট মোকাবিলায় দূরবর্তী ও এআই-চালিত ডায়াগনস্টিকস পরিচালনার জন্য ভারতীয় হেলথ-টেক স্টার্টআপ মোতায়েনের উদ্দেশ্যে একটি আন্তঃসীমান্ত কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন।
- ভারতীয় প্রকৌশলীদের সরাসরি জাপানি সেমিকন্ডাক্টর ফার্মগুলিতে নিয়োগের জন্য দ্রুত ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন পথ প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

4. জটিল খনিজ শোধনে যৌথ বিনিয়োগ

- ভারতের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ)-এর অভ্যন্তরে মিডস্ট্রিম খনিজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টগুলিতে অর্থায়নের জন্য জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন (JBIC)-কে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- এটি ভারতকে স্থানীয় শোধন ক্ষমতা প্রদান করবে এবং জাপানের প্রযুক্তি শিল্পের জন্য প্রক্রিয়াজাত উপকরণের শুদ্ধমুক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

5. প্রিফেকচার-টু-স্টেট করিডোর প্রতিষ্ঠা (Establish Prefecture-to-State Corridors)

- শীর্ষ স্তরের কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক বিলম্ব এড়াতে জাপানের ৪৭টি আঞ্চলিক প্রিফেকচার এবং ভারতের রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সরাসরি বিনিয়োগের পথ তৈরি করা উচিত।
- স্থানীয় স্তরের মাইক্রো-সোভেরেন ওয়েলথ ফান্ড (micro-sovereign wealth funds) নির্দিষ্ট প্রযুক্তি এবং মহাকাশ প্রকল্পের জন্য জমি ও শ্রমের অনুমতি অনেক দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে।

6. মডুলার ত্রিাপক্ষিক বিন্যাসে রূপান্তর

- তৃতীয় দেশের সাথে সহযোগিতা ধীরগতির মেগা-প্রকল্প থেকে সরিয়ে জাপানি সামুদ্রিক অবকাঠামো অর্থায়নের সাথে ভারতের প্রমাণিত ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI) স্ট্যাকের সমন্বয় ঘটাতে হবে।
- শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের মতো নিকটবর্তী সামুদ্রিক প্রতিবেশী দেশগুলিতে দ্রুত দৃশ্যমান ভূ-অর্থনৈতিক বিকল্প সরবরাহ করতে এই ত্রিাপক্ষিক কাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করা উচিত।

উপসংহার

ভারত-জাপান অংশীদারিত্ব হলো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতিশীলতার একটি প্রধান স্তম্ভ, যা সামুদ্রিক নিরাপত্তার সাথে অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতার সমন্বয় ঘটায়। বাণিজ্য, হুমকির ধারণা এবং কৌশলগত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, প্রযুক্তি, স্থিতিস্থাপক সরবরাহ শৃঙ্খল এবং ত্রিাপক্ষিক অংশীদারিত্বের গভীর সহযোগিতা একে একটি প্রধান বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব হিসেবে আরও শক্তিশালী করবে।

Q. Discuss the significance and challenges of the India-Japan Global and Strategic Partnership in ensuring Indo-Pacific stability. 15 Marks

2.1.2. ভারত-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কের ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কক্ষপথের পুনর্বিন্যাস

প্রেক্ষাপট

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অস্ট্রেলিয়া সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে একটি উচ্চ-গতিসম্পন্ন, বহুমুখী "T-20 মোড"-এ রূপান্তরের বিষয়টিকে তুলে ধরে। ঐতিহ্যগত সামাজিক সংযোগের বাইরে গিয়ে, এই সম্পর্ক এখন প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি এবং পরিচ্ছন্ন শক্তির ক্ষেত্রে গভীর কাঠামোগত সহযোগিতায় প্রসারিত হয়েছে।



ভূমিকা

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্ক ঐতিহাসিক ভিন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে অভিন্ন সামুদ্রিক স্বার্থের দ্বারা চালিত একটি ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বে (Comprehensive Strategic Partnership) রূপান্তরিত হয়েছে। একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দৃষ্টিভঙ্গিতে আবদ্ধ হয়ে, এই দুই গণতান্ত্রিক দেশ স্থিতিস্থাপক সরবরাহ শৃঙ্খল (resilient supply chains) গড়ে তোলার জন্য তাদের অর্থনৈতিক পরিপূরকতাকে কাজে লাগাচ্ছে।

এই সম্পর্কের কাঠামোগত স্থাপত্য কেমন?

মৌলিক স্তম্ভসমূহ

- **ঐতিহ্যগত ম্যাট্রিক্স (Legacy Matrix):** এই সম্পর্কটি ঐতিহাসিকভাবে ৩টি C — কমনওয়েলথ (Commonwealth), ক্রিকেট (Cricket) এবং কারি (Curry) দ্বারা নোঙর করা ছিল এবং পরবর্তীকালে ৩টি D — গণতন্ত্র (Democracy), ডায়াসপোরা (Diaspora) এবং দোস্তি (Dosti)-র মাধ্যমে পরিপক্বতা লাভ করেছে।
- **কৌশলগত পরিবর্তন (Strategic Shift):** এই আর্থ-সাংস্কৃতিক ভিত্তিগুলোকে অতিক্রম করে, সমসাময়িক অংশীদারিত্ব দ্রুত দুটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ মাত্রার দিকে মনোযোগ স্থানান্তরিত করেছে: উন্নয়ন (Development) এবং প্রতিরক্ষা (Defence)।

অর্থনৈতিক এবং বিনিয়োগ মহাসড়ক

- **ECTA লভ্যাংশ (ECTA Dividends):** অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য চুক্তির (ECTA) অধীনে, ভারতের রপ্তানির ১০০% শুদ্ধমুক্ত সুবিধা পায়, অন্যদিকে ভারত অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য মূল্যের ৯০%-এ অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার প্রদান করে।
- **দ্বিপাক্ষিক লক্ষ্য (Bilateral Targets):** চলমান CECA আলোচনার সমর্থনে, দুই দেশের বাণিজ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩ বিলিয়ন ডলার থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলারের একটি যৌথ লক্ষ্যের দিকে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- **মূলধন প্রবাহ (Capital Flows):** বড় ধরনের অবকাঠামো এবং পরিচ্ছন্ন শক্তি প্রকল্পের ওপর ভর করে দুই দেশের পারস্পরিক সঞ্চিত বিনিয়োগ ৫০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে।

প্রতিরক্ষা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা কাঠামো

- **কৌশলগত সংলাপ (Strategic Dialogue):** প্রতিরক্ষা সহযোগিতা হলো সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল খাত, যা ২+২ মন্ত্রী পর্যায়ের সংলাপের (2+2 Ministerial Dialogue) মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে উন্নীত হয়েছে।
- **অপারেশনাল ইন্টারঅপারেবিলিটি (Operational Interoperability):** AUSINDEX, মালাবার (Malabar), এবং ট্যালিসম্যান সেবার (Talisman Sabre)-সহ ব্যাপক ত্রিপাক্ষীয় ও বহুপাক্ষিক সামরিক মহড়াগুলো গভীর ত্রি-পরিষেবা সমন্বয় গড়ে তোলে।

- **লজিস্টিকস একীকরণ (Logistics Integration):** যৌথ লজিস্টিক সহায়তা চুক্তি (MLSA) দ্বারা সমর্থিত হয়ে, উভয় নৌবাহিনী সামুদ্রিক ডোমেন সচেতনতা এবং ঘাঁটিতে প্রবেশাধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

জ্বালানি, প্রযুক্তি এবং জ্ঞান করিডোর

- **নবায়নযোগ্য জ্বালানি টাস্কফোর্স (Renewable Energy Taskforces):** সৌর এবং সবুজ হাইড্রোজেনের যৌথ উদ্যোগগুলো অস্ট্রেলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ খনিজ মজুদকে (critical mineral reserves) ভারতের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সারিবদ্ধ করে।
- **বেসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতা (Civil Nuclear Cooperation):** ভারতের বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচিকে শক্তিশালী করতে ভবিষ্যতের অস্ট্রেলিয়ান ইউরেনিয়াম রপ্তানির জন্য উন্নত ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হচ্ছে।
- **শিক্ষা করিডোর (Educational Corridors):** মৈত্রী স্কলারশিপ প্রোগ্রাম এবং ভারতে নতুন অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সহায়তায় এক লাখেরও বেশি ভারতীয় শিক্ষার্থী অস্ট্রেলিয়ায় নথিভুক্ত রয়েছে।

এই অংশীদারিত্বের তাৎপর্য

1. **ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে (Anchors Indo-Pacific Stability):** একতরফা সংশোধনবাদকে প্রতিহত করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক যোগাযোগ পথ (SLOCs) সুরক্ষিত করতে Quad কাঠামোর মধ্যে একটি ভূ-কৌশলগত স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।
2. **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত করে (Secures Critical Mineral Supply Chains):** অস্ট্রেলিয়ার সম্পদকে ভারতের উৎপাদন উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে সারিবদ্ধ করে, যা লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং নিকেলের স্থিতিশীল প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।
3. **বহুপাক্ষিক লঘুপাক্ষিকতাবাদকে চালিত করে (Drives Plurilateral Minilateralism):** ভারত-জাপান-অস্ট্রেলিয়া সরবরাহ শৃঙ্খল স্থিতিস্থাপকতা উদ্যোগ (SCRI)-এর মতো ওভারল্যাপিং লঘুপাক্ষিক ফোরামের মাধ্যমে বাজারের একচেটিয়া আধিপত্যকে প্রতিহত করে।
4. **গ্লোবাল সাউথ এবং পশ্চিমের মধ্যে সেতু বন্ধন করে (Bridges the Global South and West):** প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে সক্ষমতা বৃদ্ধির সমন্বয় সাধনের জন্য গ্লোবাল সাউথে ভারতের নেতৃত্ব এবং অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহ্যগত জোটের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়।
5. **মানব পুঁজির সমন্বয়কে অপ্টিমাইজ করে (Optimizes Human Capital Synergy):** লক্ষ্যযুক্ত গতিশীলতা ভিসা কাঠামোর মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষ ভারতীয় যুবকদের একীভূত করে অস্ট্রেলিয়ার কাঠামোগত কর্মশক্তির ঘাটতি হ্রাস করে।

সম্পর্কের সাথে যুক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ

1. **চীনের ওপর অসম বাণিজ্য নির্ভরতা:** অস্ট্রেলিয়া বেইজিংয়ের সাথে ব্যাপক প্রাথমিক পণ্য বাণিজ্য বজায় রাখে, যেখানে ভারত সক্রিয় অর্থনৈতিক ও শিল্প বিচ্ছিন্নকরণ (decoupling) অনুসরণ করে।
2. **নিয়ন্ত্রক এবং অভিবাসন বাধা:** ওয়ার্ক পারমিট, পেশাদার শংসাপত্রের স্বীকৃতি এবং স্টুডেন্ট ভিসা ব্যাকলগ সংক্রান্ত দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিগত জটিলতা মেধার সর্বোত্তম গতিশীলতাকে সীমাবদ্ধ করে।
3. **প্রতিরক্ষা শিল্পগত প্রতিবন্ধকতা:** কৌশলগত সামরিক মহড়া থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা যৌথ উৎপাদন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি গুরুতর আমলাতান্ত্রিক বিলম্বের সম্মুখীন হয়।
4. **ভিন্ন জলবায়ু এবং জ্বালানি রাজনীতি:** একটি প্রধান জীবাশ্ম জ্বালানি/কয়লা রপ্তানিকারক হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থানের সাথে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং ডিকার্বোনাইজেশনের দ্বৈত চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক সমন্বয় প্রয়োজন।

5. **ত্রিপক্ষীয় লেআউটে বাস্তবায়নের বিলম্ব:** মূল্যবোধের বিস্তৃত মিলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভারত-ইন্দোনেশিয়া-অস্ট্রেলিয়ার মতো ত্রিপক্ষীয় ফর্ম্যাটে দ্রুত বাস্তবায়নে রূপান্তরিত হয় না।

আগামী দিনের পথ

1. **সম্পূর্ণ CECA কাঠামো চূড়ান্ত করা:** অবশিষ্ট শুল্ক লাইনগুলো দূর করতে এবং দীর্ঘস্থায়ী অ-শুল্ক বাধাগুলো কমাতে ব্যাপক অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি (CECA) সম্পন্ন করা।
2. **বৃত্তিমূলক এবং দক্ষতা স্বীকৃতি মানসম্মত করা:** অস্ট্রেলিয়ার সৌর ও খনি খাতে প্রত্যয়িত ভারতীয় কর্মীদের নিয়োগের জন্য উভয় দেশের মধ্যে প্রশিক্ষণ যোগ্যতার সামঞ্জস্য বিধান করা।
3. **ইউরেনিয়াম রপ্তানি সরবরাহ লাইন কার্যকর করা:** ভারতের বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি কাঠামোতে দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ইউরেনিয়াম রপ্তানির ব্যবহারিক ব্যবস্থাকে দ্রুততর করা।
4. **সামুদ্রিক সম্পদে প্রতিরক্ষা যৌথ উৎপাদন গভীর করা:** সাধারণ যৌথ মহড়া ছাড়িয়ে সাব-সারফেস ড্রোন, সাইবার-ডিফেন্স স্যুট এবং মহাকাশ সিস্টেমে গভীর প্রযুক্তিগত যৌথ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া।
5. **অগ্রাধিকারমূলক খাতে যৌথ গবেষণা সম্প্রসারণ করা:** উন্নত কম্পিউটিং, স্বাস্থ্যসেবা এবং মহাকাশ গবেষণার জন্য যৌথ আন্তঃসীমান্ত উদ্ভাবন হাবগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়ন পরিচালনা করা।
6. **মডুলার ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ স্থাপন করা:** প্রতিবেশী অঞ্চলে ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI)-এর সাথে অস্ট্রেলিয়ান অর্থায়নের সমন্বয়ে দ্রুত, উচ্চ-দৃশ্যমান যৌথ প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
7. **ব্যাপক ভিত্তিক ক্রীড়া সহযোগিতা গড়ে তোলা:** ব্রিসবেন অলিম্পিক 2032-এর মতো বড় ইভেন্টের আগে স্পোর্টস মেডিসিন, প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামোতে সহযোগিতা গভীর করা।
8. **একটি ক্রিটিক্যাল মিনারেলস সোভেরেন ফান্ড গঠন করা:** খনিজ প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিশোধনের যৌথ উদ্যোগে সরাসরি অর্থায়নের জন্য একটি নিবেদিত দ্বিপাক্ষিক আর্থিক বাহন তৈরি করা।

উপসংহার

একটি উচ্চ-গতির "T-20 মোড"-এর সূচনা স্থায়ী প্রতিরক্ষা যৌথ উৎপাদন এবং স্থিতিস্থাপক খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খলের দিকে একটি গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। নিয়ন্ত্রক বাধাগুলো অতিক্রম করা উভয় দেশকে পারস্পরিক সমৃদ্ধি রক্ষা করতে এবং একটি নিরাপদ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

Q. The new tri-nation partnership AUKUS is aimed at countering China's ambitions in the Indo-Pacific region. Is it going to supersede the existing partnerships in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenario. 15 Marks

3.1. অর্থনীতি

3.1.1 জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (NFSA)-এর সংশোধন এবং অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY)

ভূমিকা

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (NFSA), ২০১৩-এর প্রস্তাবিত ২০২৬ সালের সংশোধন অনুযায়ী, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY)-এর খাদ্যশস্য বরাদ্দের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবারভিত্তিক (Household-based) বরাদ্দের পরিবর্তে প্রতি ব্যক্তিভিত্তিক (Per Capita) বরাদ্দ চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুবিধাভোগীদের মধ্যে আরও ন্যায্য (Equitable) বণ্টন নিশ্চিত করা হলেও, এই পরিবর্তন সমবায়মূলক ফেডারেল ব্যবস্থা (Cooperative Federalism) এবং খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।



জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (NFSA), ২০১৩ কী?

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (NFSA), ২০১৩ একটি অধিকারভিত্তিক (Rights-based) আইন, যার মাধ্যমে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (PDS)-এর মাধ্যমে ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পাওয়ার আইনি অধিকার নিশ্চিত করা হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো সমাজের দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য

- খাদ্য সুরক্ষাকে আইনি অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা: যোগ্য পরিবারগুলিকে ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পাওয়ার আইনগত অধিকার প্রদান করে, যাতে খাদ্যপ্রাপ্তি কেবল কল্যাণমূলক প্রকল্প নয়, বরং একটি আইনগত অধিকার হয়ে ওঠে।
- ক্ষুধা ও অপুষ্টি হ্রাস করা: দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নিয়মিত খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।
- লক্ষ্যভিত্তিক পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (TPDS) শক্তিশালী করা: চিহ্নিত উপভোক্তাদের কাছে ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য কার্যকরভাবে পৌঁছে দিয়ে TPDS-এর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্যের মাধ্যমে দুর্বল পরিবারগুলিকে সুরক্ষা প্রদান: অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের জীবিকা-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা কমানো।

অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY): বর্তমান কাঠামো ও প্রস্তাবিত NFSA সংশোধন (২০২৬)

- অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY): ২০০০ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের অত্যন্ত দরিদ্র (Poorest of the Poor) পরিবারগুলিকে অত্যন্ত ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। NFSA-এর অগ্রাধিকারভুক্ত পরিবার (Priority Household) শ্রেণির তুলনায় AAY পরিবারগুলি অধিক খাদ্য সুরক্ষা পায়।
- বর্তমান বিধান: প্রতিটি AAY পরিবার পরিবারে সদস্যসংখ্যা নির্বিশেষে প্রতি মাসে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য পায়।
- প্রস্তাবিত NFSA সংশোধন (২০২৬): পরিবারভিত্তিক বরাদ্দের পরিবর্তে প্রতি ব্যক্তিকে মাসে ৭ কেজি খাদ্যশস্য দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, তবে একটি পরিবারের সর্বোচ্চ বরাদ্দ ৩৫ কেজি-ই থাকবে।
- সংশোধনের উদ্দেশ্য: একই শ্রেণির সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা, পরিবারের সদস্যসংখ্যা ও পুষ্টিগত চাহিদার সঙ্গে খাদ্যশস্য বরাদ্দের সামঞ্জস্য আনা, আরও ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করা এবং খাদ্য ভর্তুকির ব্যয়কে আরও কার্যকর করা।

প্রস্তাবিত NFSA সংশোধনের সঙ্গে যুক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ

১. ছোট পরিবারগুলির খাদ্য সুরক্ষা হ্রাসের আশঙ্কা

প্রতি ব্যক্তিভিত্তিক বরাদ্দ চালু হলে পাঁচজনের কম সদস্যবিশিষ্ট পরিবারগুলির খাদ্যশস্যের পরিমাণ কমে যেতে পারে, যা তাদের খাদ্য সুরক্ষাকে দুর্বল করতে পারে।

২. খাদ্যশস্য বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য

যেসব রাজ্যে গড় পরিবার ছোট, যেমন তামিলনাড়ু ও কেরল, সেসব রাজ্য তুলনামূলকভাবে কম খাদ্যশস্য বরাদ্দ পেতে পারে, ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৩. সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য সুরক্ষা দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা

নির্দিষ্ট পরিবারভিত্তিক বরাদ্দের পরিবর্তে পরিবর্তনশীল ব্যক্তি-ভিত্তিক বরাদ্দ চালু হলে AAY পরিবারের জন্য দীর্ঘদিনের বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হতে পারে।

৪. দরিদ্র পরিবারের আর্থিক চাপ বৃদ্ধি

ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণ কমে গেলে দরিদ্র পরিবারগুলিকে বাজার থেকে অতিরিক্ত খাদ্য কিনতে হতে পারে, ফলে তাদের ব্যক্তিগত ব্যয় (Out-of-Pocket Expenditure) বৃদ্ধি পাবে।

৫. পর্যাণ্ড অংশীজন পরামর্শের অভাব

রাজ্য সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে পর্যাণ্ড আলোচনা ছাড়াই এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব আনা হয়েছে বলে সমালোচনা হয়েছে।

৬. উপভোক্তা চিহ্নিতকরণের ত্রুটি সমাধানে ব্যর্থতা

এই সংশোধন মূলত খাদ্যশস্য বরাদ্দের নিয়ম পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছে, কিন্তু প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচন সংক্রান্ত অন্তর্ভুক্তি (Inclusion Error) ও বহিষ্কার (Exclusion Error)-এর সমস্যার যথাযথ সমাধান করেনি।

বৃহত্তর নীতিগত চ্যালেঞ্জসমূহ

১. ন্যায্যতা ও খাদ্য সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

প্রতি ব্যক্তিভিত্তিক ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলির ন্যূনতম খাদ্য সুরক্ষা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

২. আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি

সারা দেশের জন্য একক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য, পারিবারিক কাঠামো এবং খাদ্য গ্রহণের ধরণকে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

৩. সমবায়মূলক ফেডারেল ব্যবস্থা শক্তিশালী করা

খাদ্য সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্যকর করতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থবহ পরামর্শ, সহযোগিতা এবং ঐকমত্য গড়ে তোলা অপরিহার্য।

৪. বহুমাত্রিক পুষ্টিগত চাহিদার প্রতিফলন

খাদ্যশস্য বরাদ্দ নির্ধারণে শুধু পরিবারের সদস্যসংখ্যা নয়, বরং বয়স, লিঙ্গ, পেশা এবং পুষ্টিগত চাহিদাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

৫. রাজনৈতিক অর্থনীতির (Political Economy) চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত সংস্কারে আর্থিক দক্ষতার পাশাপাশি এর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব, বিশেষত কল্যাণমুখী রাজ্যগুলির উদ্বেগ, সমানভাবে বিবেচনা করতে হবে।

৬. প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

সফল বাস্তবায়নের জন্য নির্ভুল সুবিধাভোগীর ডাটাবেস, নিয়মিত তথ্য যাচাই এবং শক্তিশালী ডিজিটাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা (Digital Governance) গড়ে তোলা অপরিহার্য।

বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি: বিভিন্ন দেশের খাদ্য সুরক্ষা মডেল

দেশ	খাদ্য সুরক্ষা মডেল	ভারতের জন্য শিক্ষণীয় দিক
ব্রাজিল	ফোমে জিরো (Fome Zero/Zero Hunger Programme)-এর মাধ্যমে খাদ্য ভর্তুকি, নগদ হস্তান্তর (Cash Transfer), বিদ্যালয়ভিত্তিক মধ্যাহ্নভোজন এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের সহায়তাকে একত্রিত করে ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবিলা করা হয়।	খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শুধুমাত্র ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্যের ওপর নির্ভর না করে জীবিকা, পুষ্টি এবং সামাজিক সুরক্ষাকে সমন্বিতভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) পরিবারের আয় ও সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক খাদ্য সুবিধা (Electronic Food Benefits) প্রদান করে, যা লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা নিশ্চিত করে।	প্রয়োজনভিত্তিক ও গতিশীল (Dynamic) সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অধিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা এবং অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনজনিত ত্রুটি কমানো সম্ভব।
ইন্দোনেশিয়া	রাস্তা/বিপিএনটি (Rastra/BPNT - Non-Cash Food Assistance Programme)-এর মাধ্যমে শারীরিকভাবে খাদ্যশস্য বিতরণের পরিবর্তে ডিজিটাল খাদ্য ভাউচার চালু করা হয়েছে, যা সুবিধাভোগীদের পছন্দের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করেছে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেছে।	ডিজিটাল প্রযুক্তি ও প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর (Direct Benefit Transfer-DBT) ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, অপচয় ও ফাঁস (Leakages) হ্রাস এবং সুবিধাভোগীদের ক্ষমতায়ন করা সম্ভব।

করণীয়

১. সমবায়মূলক ফেডারেল ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐকমত্য গড়ে তোলা

খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত সংস্কারকে অংশগ্রহণমূলক, অঞ্চল-সংবেদনশীল এবং সর্বজনগ্রাহ্য করতে রাজ্যগুলির সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ও বিস্তৃত পরামর্শ প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে হবে।

২. ন্যায্য ও নমনীয় সুবিধা প্রদানের কাঠামো গ্রহণ

এমন একটি হাইব্রিড (Hybrid) সুবিধা কাঠামো তৈরি করতে হবে, যেখানে প্রতিটি পরিবার ন্যূনতম খাদ্যশস্য নিশ্চিত করবে এবং একই সঙ্গে ব্যক্তি-ভিত্তিক সুবিধাও থাকবে, যাতে ন্যায্যতা ও খাদ্য সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

৩. সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা

উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে কোনো অত্যুদয় (AAY) পরিবার ন্যূনতম পুষ্টিগত চাহিদার নিচে খাদ্য সহায়তা না পায়।

৪. লক্ষ্যভিত্তিক সুবিধা প্রদান ও ডিজিটাল প্রশাসন শক্তিশালী করা

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং আধার-ভিত্তিক (Aadhaar-enabled) যাচাইকরণের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের তথ্যভাণ্ডার নিয়মিত হালনাগাদ করে অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনজনিত ত্রুটি কমাতে হবে।

৫. প্রমাণভিত্তিক ও পুষ্টি-সংবেদনশীল নীতি গ্রহণ

খাদ্যশস্য বরাদ্দ নির্ধারণে কেবল পরিবারের সদস্যসংখ্যা নয়; বরং জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য, পারিবারিক গঠন এবং পুষ্টিগত চাহিদাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

৬. খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত রেখে ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি

স্বচ্ছতা, পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (PDS)-এর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে, একই সঙ্গে NFSA-এর মূল লক্ষ্য—দুর্বল জনগোষ্ঠীর খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা—অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

উপসংহার

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (NFSA)-কে সময়োপযোগীভাবে বিকশিত হতে হবে, যাতে সংস্কারগুলি ন্যায্যতা (Equity) নিশ্চিত করলেও খাদ্য সুরক্ষার (Food Security) সঙ্গে কোনো আপস না হয়। একটি ভারসাম্যপূর্ণ, প্রমাণভিত্তিক এবং সমবায়মূলক ফেডারেল দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের খাদ্য সুরক্ষা কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে পারে এবং একই সঙ্গে দেশের সবচেয়ে দুর্বল ও প্রান্তিক নাগরিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হবে।

Q. The proposed amendment to the National Food Security Act (NFSA) seeks to improve the efficiency and equity of India's food subsidy system. Examine its economic rationale, associated challenges, and suggest measures to ensure inclusive food security. 15 Marks

Scan to know more about our courses...



IAS 2-Year GS PCM



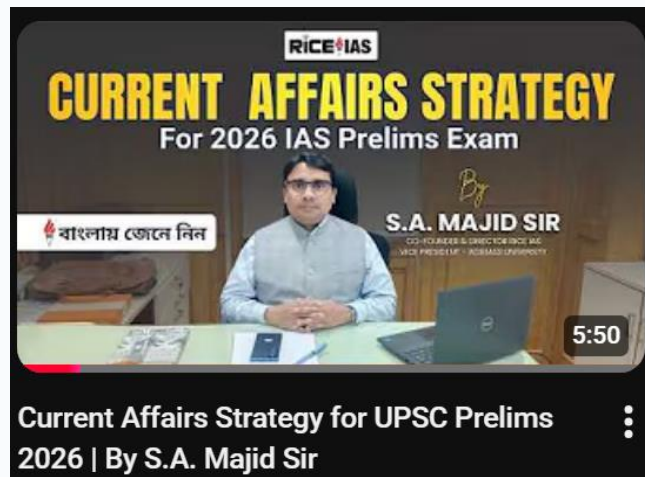
IAS 10-Month GS PCM



Degree + IAS



Prelims Test Series



[Click here to watch this video](#)